দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 MAR 2008

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকদের হাজারো মামলা সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে অধিদপ্তর

মামলায় হেরে যাওয়ার জন্য আইনজীবীরা দায়ী ঃ মাউশি

॥ নিজামুল হক ॥

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দায়ের করা ৩ সহস্রাধিক মামলা সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ মামলায় হেরে যাচ্ছে সরকারি এ প্রতিষ্ঠানটি। মাউশি বলছে, সরকারি আইনজীবীরা আদালতে প্রকৃত তথ্য উপস্থাপন না করায় হাইকোর্টে অনেক মামলায় হেরে যেতে হচ্ছে। মাউশি এজন্য সরকারি আইনজীবীদের দায়ি করেছেন। এমপিও বাতিল, বেতন বন্ধ এবং গভর্নিং কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষকরা এসব মামলা দায়ের করেছেন। তিন সহস্রাধিক মামলার মধ্যে শুধুমাত্র হাইকোর্টে দায়ের করা মামলার সংখ্যাই প্রায় ১ হাজার ৪শ'। বাকি মামলাগুলো নিম্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এছাড়া সরকারি কলেজের শিক্ষকদের দায়ের করা মামলার সংখ্যা ২৭টি।

জেলা শিক্ষা অফিস, নিরীক্ষা অধিদপ্তর, গভর্নিং কমিটির সুপারিশের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মাউশি এমপিও বাতিলসহ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মাউশির পরিচালক (প্রশাসন ও কলেজ) মো হাবিবুর রহমান জানান, আইনের ফাঁক থাকায় এবং আদালতে রাষ্ট্রের আইন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সহায়তা ও সার্বিক দিক নির্দেশনা না পাওয়ায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় হেরে যেতে হচ্ছে। আদেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। আদালতের রায়ে বাতিলকৃত এমপিও ফেরত দিতে হচ্ছে। সূত্র জানায়, ২০০৫ সালে পাবনা জেলার ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪০ জন শিক্ষক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (১৫শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষকদের হাজারো মামলা

(প্রথম পৃঃ পর)

অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে বিবাদী করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন থেকে তারা চাকরি করছেন। এখন তারা এমপিও পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তাদের এমপিও ভুক্তি করা হচ্ছে না। হাইকোর্ট শিক্ষকদের পক্ষে অন্তবর্তীকালীন আদেশ দেন। মাউশি ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আইন অনুযায়ী বাদী ৪০ জন শিক্ষক এমপিও পাবেন না। তাদের এমপিও দেয়া হলে দেশে আরো কয়েক লাখ শিক্ষককে এমপিও দিতে হবে। এ বিবেচনায় আদেশ বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব হওয়ায় শিক্ষকরা আদালতে আপিল করেন। ফলে আদালত স্যুয়ামেটো রুল জারি করেন সূত্র আরো জানায়, মিরপুর বাংলা স্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক আবুল কালামের নিয়োগ অবৈধ হওয়ায় সরকার তার এমপিও বাতিলের নির্দেশ দেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী মাউশি এমপিও বাতিল করে। ফলে তিনি মাউশির এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করেন। হাইকোর্ট এ ব্যাপারে রুল জারি করে মাউশির ব্যাখ্যা চেয়েছে। একইভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে দনিয়া কলেজের অধ্যক্ষ শাহাদত হুসাইনের নিয়োগ বাতিল করে কলেজ গভর্নিং বডি। গভর্নিং বডির এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করেন। পরে হাইকোর্ট গভর্নিং কমিটির সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মাউশির তিন সহস্রাধিক মামলার ফাইল তৈরিসহ সার্বিক কাজ তদারকির জন্য আইন শাখায় রয়েছে মাত্র তিনজন প্রভাষক। দশ হাজার টাকা সম্মানীতে একজন ব্যারিস্টার নিয়োগ করা হয়েছে, যিনি সপ্তাহে দুই-তিনদিন মাউশিতে এসে মামলার বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রতিদিনই নতুন নতুন মামলা হচ্ছে। মামলার শুনানীর সময় আদালতে উপস্থিত থাকতে হয় আইন শাখার কর্মকর্তাদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, মামলা পরিচালনায় আমরা সরকারি আইনজীবীদের সহযোগিতা পাচ্ছি না। মামলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেয়া হলেও সরকারি আইনজীবীরা আদালতে তা উপস্থাপন না করায় আমাদের হেরে যেতে হচ্ছে।

মাউশির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) হাবিবুর রহমান আরো জানান, নিয়মের বাইরে প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে এসব প্রমাণ পাওয়ার পরই তাদের এমপিও বাতিল করা হয়। তিনি জানান, এজন্য শুধু শিক্ষকরাই দায়ী নয়। গভর্নিং কমিটি নানা প্রক্রিয়ায় তাদের নিয়োগ দিয়েছে। অথচ গভর্নিং বডি পার পেয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বিগত দিনে যাদের অবৈধভাবে এমপিও এবং নিয়োগ দেয়া হয়েছে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে তাদের এমপিও বাতিল করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপক্ষের এক আইনজীবী এ্যাডভোকেট শেখ মাখফুর রহমান বলেন, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর বিষয়ে এমন অভিযোগ না এনে তারা উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারেন।